মহেশপুরে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে বাবা নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে শিশুদের ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে রবিউল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে যাদবপুর মাঝপাড়া গ্রামে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিন মৃধার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে যাদবপুর গ্রামে নিহতের ১০ বছরের ছেলে সিফাত ইয়ামিন জিহাদ এবং একই গ্রামের লুৎফর রহমানের ১৩ বছরের ছেলে সোহানুর রহমান সোহান ফুটবল খেলছিল। এ সময় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে শিশুদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।

এর জের ধরে বেলা ১টার দিকে সোহানের পিতা লুৎফর রহমান (৪৬) বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে শিশু জিহাদকে মারার জন্য ধাওয়া করেন। এ সময় সন্তানকে বাঁচাতে সিফাতের পিতা রবিউল ইসলাম তাদের সামনে যান।

এ অবস্থায় স্থানীয় খলিল মোল্লার বাড়ির সামনে তিন রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে রবিউল ইসলামের সঙ্গে লুৎফর রহমানের বাক্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে লুৎফর রহমান তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে রবিউল ইসলামের ঘাড় ও পিঠে সজোরে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে পড়েন।

পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে রবিউলকে বাড়িতে নিয়ে মাথায় পানি দিতে থাকেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানীয় যাদবপুর বাজারের এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এরপর তাকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি) মো. আজাদ রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। মরদেহ থানায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।

এ ছাড়া অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে বলেও জানান ওসি।

গাংনীতে বিদেশে পাঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে তিন নারীকে পিটিয়ে আহতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামে বিদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে এক বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে অনিকুল ইসলাম ও তার ছেলে ইমনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন সাবিনা বেগম (৭০), সাকের আলীর স্ত্রী হিরা খাতুন (৪৫) এবং আবির হাসানের স্ত্রী রুম্পা খাতুন (২২)। তারা সবাই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের অভিযোগ, বাথানপাড়ার অনিকুল ইসলামের ছেলে ইমনকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সাকের আলীর জামাই, সিঙ্গাপুর প্রবাসী আরেফিন হোসেনের কাছে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরে ইমনকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা কমিয়ে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই টাকা অনিকুল ও ইমন বুঝে নেন।

তবে মীমাংসার পরও অনিকুল ও তার ছেলে ইমন আরেফিন হোসেনকে খুঁজতে থাকেন। তাকে না পেয়ে তারা আরেফিনের বৃদ্ধা নানী-শাশুড়ি সাবিনা বেগম, শাশুড়ি হিরা খাতুন এবং শ্যালকের স্ত্রী রুম্পা খাতুনকে লাঠি দিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘শৈলকুপায় বাকিতে চা’ না দেওয়ার দ্বন্দ্বে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত

ঝিনাইদহের ‘শৈলকুপায় বাকিতে চা’ না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার পৌরসভার খালধারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, ওই গ্রামের রিপন হোসেন সকালে গ্রামের শাহজাহানের দোকানে চা পান করতে যায়। পুর্বের বাকি থাকা টাকা না দেওয়ায় নতুন করে বাকিতে চা দিতে অস্বীকার করে দোকানী শাহজাহান। এ নিয়ে রিপন ও শাহজাহানের মধ্যে তর্ক-বির্তক ও হাতাহাতি হয়। এরই জের ধরে দুই পক্ষের লোকজন

দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এতে আহত হয় অন্তত ১০ জন। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ‘শলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মাহবুব আলম পারভেজ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় আহত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‘শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, বাকি চা বিক্রি না করা নিয়ে একটি সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে| এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলায় মায়ের সামনেই ছেলের আত্মহত্যা

দ্বন্দ্বের জের ধরে দুই মাস পূর্বে স্ত্রীকে বাবার বাড়ি তাড়িয়ে দেন স্বামী। স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেওয়াতেই বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বাদল মল্লিক (৩৪) নামের এক দিনমজুর।

বাদল মল্লিক গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা ভিটাপাড়া এলাকার পচা মল্লিকের ছেলে।

বাদল মল্লিকের মা ঘিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে ও তার স্ত্রীর মধ্যে কলহের জেরে প্রায় দুই মাস পূর্বে তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। এরপর তাকে বারবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলি। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গতকাল রাত আনুমানিক ১০টার দিকে আমার সামনেই বিষপান করে।

এসময় বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে রাত ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বাদল মল্লিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে বাবার কবর নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আহত-৩

বাবার কবর নিজ সীমানায় রাখতে দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধের জের ধরে একই পরিবারের তিন জনকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষরা। আজ রবিবার (৪ জুন) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামে।

আহতরা হলেন, আব্দুল জলিল (৬৫) স্ত্রী পারুলা খাতুন (৫৭) ও ছেলে পারভেজ হোসেন (৩০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত পারভেজ জানান, দাদা ও দাদীর কবর আমাদের জমির মধ্যে আছে। আমার চাচা দাদা দাদীর কবরটি নিজেদের দখলে নিতে চাই। আমরা দাদা ও দাদীর কবরটি আমাদের ভাগে রেখে তাদের অন্য জমি দিতে চাইলে তারাও কবর তাদের মধ্যে রাখতে চাই। এনিয়ে চাচা আহারুলের সাথে আমার বাবা আব্দুল জলিলের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে আমার চাচা আহারুল ও তার ছেলে রিপন হোসেন আমার উপর হামলা চালায়। তারা ইট ও কোদাল দিয়ে আমাদের তিনজনকে মারধর করে চলে যায়।
এঘটনায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎক ফারুক হোসেন জানান, আহত আব্দুল জলিলের মাথায় সেলাই হয়েছে এবং বাকীদের শরীরে ফোলা জখম হয়েছে। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।